28 NOV 1992

তারিখ 28 NOV 1992 পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

দৈনিক বাংলা

# মাধ্যমিক শিক্ষায় আবার পরিবর্তন আসছে কি–

মাধ্যমিক শিক্ষায় আবার কি কোন পরিবর্তন আসছে? প্রশ্নটি মনে হয়েছে একটি সেমিনারের খবরে। এই সেমিনারে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কমিটির চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে মাত্র ক'দিন আগে। এই সুপারিশ পেশ করেছেন ছ'জনের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি। এ কমিটিতে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ আছেন।

খসড়া সুপারিশ পুরোপুরি কোন পত্রিকায়ই আসেনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকাশিত হয়েছে অনেক কিছু। মনে হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন আছে তেমন থাকছে না।

এ সুপারিশের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে (১) একাদশ ও দ্বাদশ গ্রেডকে মাধ্যমিক স্তরে নিয়ে আসা হবে। (২) ষষ্ঠ থেকে অষ্টম গ্রেড মৌলিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য হবে। (৩) নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান শাখায় ভাগ করার বর্তমান নীতি বাতিল হবে। (৪) পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের ব্যাপারে একটি জাতীয় কারিকুলাম কাউন্সিল গঠিত হবে (৫) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড শুধু পাঠ্যবই প্রকাশের জন্যই দায়ী থাকবে না। পরিপূরক পাঠ্যবস্তু, সহযোগী পাঠ্য সাহিত্য ও সব বিষয়ে, সবপর্যায়ে শিক্ষকদের জন্য গাইড বইও প্রকাশ করবে।

এ ছাড়া আছে একাডেমিক পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা দশ ভাগকে উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার কথা। এবং একই সঙ্গে বর্ধিত হারে ছাত্র ভর্তি, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ বন্ধ, শিক্ষার মান বাড়ান এবং বর্তমান ২০০০ নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের অর্ধেককে আত্মনির্ভরশীল করার সুপারিশও আছে এই প্রতিবেদনে। এ সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে ৭ বছর। ব্যয় ধরা হয়েছে ৩১ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

এ খসড়া প্রতিবেদন অনেক চিন্তা–ভাবনা করেই প্রণয়ন করা হয়েছে। এবং নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে এ সুপারিশ ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা হবে অতীতের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে।

অতীতের কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হবে অনেক কমিশনের কথা। পাকিস্তান আমলে হামিদ কমিশন, শরীফ কমিশন, হামদুর রহমান কমিশনের কথা এখনও স্মরণে আছে। দেশ স্বাধীন হবার পর কুদরত–ই–খুদা, মজিদ কমিশনসহ ছ'টি কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের আমলে গঠিত হয়েছিল টাস্ক ফোর্স। এই টাস্ক ফোর্সও শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুপারিশ করেছিল।

পাকিস্তান আমলের বিচারপতি হামদুর রহমান কমিশনে অনেক সুপারিশ করা হয়েছিল। সে সুপারিশে মাধ্যম স্তরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে আনার কথা হয়েছিল। সুপারিশ করা হয়েছিল। পাস ডিগ্রীর জন্যও তিন বছরের কোর্স। শেষ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের ফলে হামদুর রহমান কমিশনের সুপারিশ প্রত্যাহার করা হয়। সৃষ্টি হয় দু'বছরের অটো গ্রাজুয়েট। এরশাদ সাহেবের আমলের মজিদ কমিশনের কথাও কারো অজানা নয়।

তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের আমলের টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশে মিল আছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী সম্পর্কে। টাস্ক ফোর্সের সুপারিশে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তরে আনার কথা বলা হয়েছে। অতিরিক্ত বলা হয়েছে–প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার।

কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে এ সুপারিশ কি বাস্তবায়ন সম্ভব? বিশেষ করে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীকে মাধ্যমিক স্তরে আনাও কি সহজসাধ্য। টাস্ক ফোর্সের সুপারিশে বলা হয়েছে, দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০২৯২। এর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯৩ (এ হিসাব ১৯৯১ সালের জুলাই পর্যন্ত)। বেসরকারী বিদ্যালয়ের ২৯৩টি ব্যতীত সবগুলির শিক্ষক–কর্মচারীরা সরকারী অনুদান থেকে বেতন পায়।

উল্লেখ্য যে ১৯৮৮ সাল থেকে নতুন কোন বিদ্যালয় বা কলেজকে বিনাশর্তে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। সরকারের কাছ থেকে কোন অনুদান নেব না এই শর্তেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পাচ্ছে। এবং এই শর্ত মেনে নিয়ে যে বিদ্যালয়গুলি অনুমোদন নিয়েছিল তারাও এখন অনুমোদন চাচ্ছে। কোনটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কোনটি বন্ধ হয়ে গেছে। এই বাবদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত ৩০ কোটির টাকার আবেদন জানিয়ে এখনও মঞ্জুর করাতে পারেনি। এছাড়া আছে ভিন্ন সমস্যা।

এই ১০২৯২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী জুড়ে দিতে গেলে নতুন ঘর তৈরি করতে হবে। নতুন শিক্ষক প্রয়োজন হবে। বিজ্ঞান ছাত্রদের গবেষণাগার লাগবে। সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে। প্রশ্ন দেখা দেবে অর্থ যোগানের। বিদ্যালয় এলাকা সম্প্রসারণের। অথচ এ ধরনের কোন একটি সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে গেলেও শিক্ষায় অসংগতি দেখা দেবে।

বিশেষ অসুবিধা–সৃষ্টি হবে কলেজ নিয়ে। দেশে কলেজের সংখ্যা হাজারখানেক। এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে গেলে শ'চারেক কলেজ রাতারাতি মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হবে। আবার শ'চারেক ডিগ্রী কলেজকে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ বেসরকারী অনেক ডিগ্রী কলেজেরই ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে।

আমার আজকের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, দেশের শতকরা ৯৯টি কলেজ–স্কুল সরকারী অনুদাননির্ভর। ছাত্র বেতন থেকে বিদ্যালয় চালান গ্রাম বাংলায় অকল্পনীয়। আজ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দাবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের। তবে একান্তভাবেই তাদের নিয়মিত বেতনের এবং অবসর জীবনের নিশ্চয়তার স্বার্থে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বা শিক্ষা ভবনে গেলে লক্ষ্য করা যাবে শিক্ষদের ভিড়। প্রতিমাসের অনুদানের জন্য শিক্ষকদের শিক্ষা ভবনে বা সচিবালয়ে ছুটোছুটি করতে হয়। নিজের স্কুলটি তদ্বির করে সরকারীকরণের সে কি আকুল প্রচেষ্টা।

অপরদিকে নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেকরণ করা হয়েছে। এর সংখ্যাও ৮ হাজারের উপর। এর মধ্যে মাত্র নির্দিষ্ট কিছু স্কুলের শিক্ষকেরা মাসিক ৫শ' টাকা ভাতা পাচ্ছে প্রকল্প খাত থেকে। অর্থের টানাটানিতে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরকারীকরণ করা যাচ্ছে না। সর্বজনীন শিক্ষাও এখন প্রতি জেলায় মাত্র একটি থানায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অর্থের অভাবেই কোন পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না।

এরপরে বিপদ হচ্ছে শিক্ষা আর শিক্ষক নিয়ে। বছর বছর সিলেবাস আর বই পরিবর্তনের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কেউই যেন জানে না বর্তমান সিলেবাস পরবর্তী বছর থাকবে কিনা। মাত্র ক'দিন আগে স্কুলের ছাত্ররা তুলকালাম কাণ্ড করেছে রাজপথে। এবং কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পালটিয়েছেন তড়িঘড়ি করে।

আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছে শিক্ষার মান নেমে যাওয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয়। শিক্ষক আসে বা পাঠ্যক্রম শেষ হয়, এ দাবী এখন আর কেউ করে না। করার বোধ হয় প্রয়োজন হয় না। হঠাৎ হঠাৎ পাঠ্যক্রম ও বই পালটিয়ে শিক্ষকদেরও হেনস্থা করা হচ্ছে। হঠাৎ করে সিলেবাস পালটিয়ে একশ্রেণীর শিক্ষকদের ২/১ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠান হচ্ছে স্কুলে স্কুলে। ফলে শিক্ষার দফা রফা। কারণ নতুন সিলেবাস শিক্ষকদের বুঝতে বুঝতেই বছর শেষ হয়। শিক্ষা দেবে কখন। বা কিভাবে। ফলে আগাছার মত গজাচ্ছে গুরুগৃহ আর টিউটরিয়াল হোম।

তাই আমার মনে হয়, যা'আছে তা–ই থাক না। কিছুটা পরীক্ষা–নিরীক্ষা হোক। দেখা যাক কোন পদ্ধতি আমাদের সাথে খাপ খায়। কোন্‌টি ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। কোন্‌টি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বছর বছর দশম শ্রেণী, নবম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণী বা ষষ্ঠ শ্রেণী নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা আমাদের মত উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশে ধোপে টিকছে না, এ নিয়ে নতুন পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি?

আমি পরিবর্তনের পক্ষপাতী। তবে দশ বছরে ছ'টি কমিশন, কমিটি বা বছর বছর টাস্ক ফোর্স এবং সংস্কার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের রেওয়াজ সুফল দেয় বলে মনে করি না। শিক্ষা পদ্ধতি ব্যাংয়ের দেহ নয় যে নিত্য কাটাছেঁড়া করে নতুন কিছু রাতারাতি করা সম্ভব।

–নির্মল সেন